গর্গসংহিতা

(দশ খণ্ডাত্মিকা)

শ্রীমন্মহর্ষি গর্গাচার্য্য প্রণীত।

মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ একত্র।

ভট্টপল্লীনিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৬ নং ভবানী দত্ত লেন, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রিক-মেসিন-যন্ত্রে'

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য—৪৲ চারি টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

গর্গ-সংহিতা যদুকুলের আচার্য্য মহামুনি গর্গ, মহর্ষি শৌনক প্রভৃতির নিকটে প্রথম প্রকাশ করেন। এই সংহিতা অতি মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলায় পরিপূর্ণ। শ্রীমতী রাধার মাধুর্য্যরসমিশ্রিত বিবিধ বৃত্তান্ত এই গর্গ-সংহিতায় বর্ণিত। ভক্ত-ভাবুক বৈষ্ণবের এই গ্রন্থ পরম সমাদরের বস্তু। শ্রীমদ্-ভাগবতেও যাহা অতি গূঢ়, মহামুনি গর্গাচার্য্য সেই সকল তত্ত্ব এই গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে অভক্তের ভক্তির উদয় হয়, ভক্তের ভক্তিসিদ্ধি হয়; এই গ্রন্থ পাঠে ঐতিহাসিকের ইতিহাস জ্ঞান, পৌরাণিকের পুরাণার্থে বিচক্ষণতা, কাব্যামোদীর কবিত্ব লাভ, অধার্ম্মিকের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্মে পরম আসক্তি হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ এতদিন বাঙ্গালায় মুদ্রিত হয় নাই, "বঙ্গবাসী" হইতে ইহা নূতন মুদ্রিত হইল। যোগ্য অনুবাদক শ্রীমান্ শ্রীরাম শাস্ত্রী যখন স্বয়ং অনুবাদ করিয়াছেন, তখন এই অনুবাদ যে বিশুদ্ধ মূলানুগত হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস। কতিপয় স্থান আমি মূলের সঙ্গে মিলাইয়াও দেখিয়াছি। যদি কোন উপযুক্ত পাঠক এই গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পান, তাহা অনুবাদককে জ্ঞাপন করিয়া আমাকে আনন্দিত করিবেন।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

বনচন্দ্রের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কংসবধচ্ছলে মথুরায় গমন এবং পুনঃ ব্রজে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরাধা ও গোপীগণের সহিত মহারাস। ষষ্ঠ দ্বারকাখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের দ্বারকা সমাগম ও রাধা-প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার। সপ্তম বিশ্বজিৎখণ্ডে প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে নানা দেশ মহাদেশ নগরী মহানগরী রাজা রাজ্য প্রভৃতি প্রকৃষ্ট ইতিহাস প্রকাশ। অষ্টম বলভদ্রখণ্ডে বলরামের অবতারলীলা। নবম বিজ্ঞানখণ্ডে ভক্তিযোগের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রচার। দশম অশ্বমেধখণ্ডে অশ্বরক্ষণব্যপদেশে অনিরুদ্ধের বিজয় লীলায় বহু ইতিহাস প্রকাশ ও পথ প্রসঙ্গে কৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন, মিলনাশায় ব্রজরাজ কর্ত্তৃক অশ্বগ্রহণ, রাধা-কৃষ্ণ মিলন ও পুনরায় মহা-রাস। এতদ্ভিন্ন সম্মোহন তন্ত্রোক্ত "মাহাত্ম্যখণ্ড" নামে আরও একটী খণ্ড নিয়োজিত হইল। উহাতে গর্গসংহিতা শ্রবণে বজ্রনাভাত্মজ পরম ভাগবত প্রতিবাহুর পুত্রলাভবৃত্তান্ত হরপার্ব্বতী সংবাদে বিবৃত।

এ গ্রন্থের ভবিষ্য-সূচনায় বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতির নাম আছে, ত্রিকালদর্শী ঋষি মহর্ষির এইরূপ ভবিষ্যবাণী নানা পুরাণ ইতিহাসে বহুলভাবেই বিদ্যমান। ভাগবতের ভবিষ্যৎ বাণীতেও এইরূপ নন্দরাজ ও চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের নাম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়ের উৎসাহেই এই গ্রন্থ প্রকাশ। অনুবাদ বিষয়ে আমরা উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বহু সুপরামর্শ পাইয়াছি। তিনি বৈষ্ণব, গোস্বামী ও সুপণ্ডিত; সুতরাং তাঁহার এ দয়া স্বভাবসিদ্ধ। গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে আদর্শও একাধিক সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং শোধন সম্বন্ধে সাহায্য সুযোগও ঘটিয়াছিল। ইতি—

৩রা আশ্বিন ১৩৩৩। প্রকাশক।

সূচিপত্র।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

দ্বারকাখণ্ড।

বিশ্বজিৎখণ্ড।

বলভদ্রখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞানখণ্ড।

অশ্বমেধখণ্ড।

মাহাত্ম্যখণ্ড।

সূচিপত্র সমাপ্ত

গর্গসংহিতা

গোলোকখণ্ডম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শরদ্বিকচপঙ্কজশ্রিয়মতীব বিদ্বেষকং
মিলিন্দমুনিসেবিতং কুলিশকঞ্জচিহ্নাবৃতম্।
স্ফুরৎকনকনূপুরং দলিতভক্ততাপত্রয়ং
চলদ্দ্যুতিপদদ্বয়ং হৃদি দধামি রাধাপতেঃ॥১

বদনকমলনির্যদ্যস্য পীযূষমাদ্যং
পিবতি জনবরোঽহয়ং পাতু সোঽয়ং গিরং মে
বদরবর্ণবিহারঃ সত্যবত্যাঃ কুমারঃ
প্রণতদুরিতহারঃ শার্ঙ্গধন্বাবতারঃ॥ ২

কদাচিন্নৈমিষারণ্যে শ্রীগর্গো জ্ঞানিনাং বরঃ।
আযযৌ শৌনকং দ্রষ্টুং তেজস্বী যোগভাস্করঃ॥৩
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় শৌনকো মুনিভিঃ সহ॥
পূজয়ামাস পাদ্যাদ্যৈরুপচারৈর্বিধানতঃ॥ ৪

গ্রন্থারম্ভে শ্রীগণপতি পদে প্রণাম; শ্রীবাণী চরণে প্রণাম।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তারপর জয় গ্রন্থ কীর্ত্তন করিবে।

শরৎকালীন প্রফুল্ল কমল-শোভাবিনিন্দী, মধুকররূপ মুনিজন-সেবিত, বজ্র ও পদ্মচিহ্নিত, উজ্জ্বল সুবর্ণ-নূপুর-শোভিত, ভক্তজনের ত্রিতাপহারী, বিচ্ছুরিত-কান্তিযুক্ত রাধাকান্তের পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করি। যাঁহার বদনকমল হইতে সর্ব্বপ্রথম শাস্ত্র-সুধা নিঃস্যন্দিত হওয়ায় সাধু মানব তাহা পান করিতে সমর্থ হন, সেই বদরীবনবিহারী প্রণত-দুরিতহারী বিষ্ণুর অবতার সত্যবতী-তনয় বেদব্যাস আমার বাক্য রক্ষা করুন। যোগে সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী মহর্ষি জ্ঞানিবর গর্গ এক সময়ে শৌনক ঋষির সাক্ষাৎকার কামনায় নৈমিষারণ্যে আগমন

শৌনক উবাচ

সতাং পর্য্যটনং ধন্যং গৃহিণাং শান্তয়ে স্মৃতম্।
নৃণামন্তস্তমোহারী সাধুরেব ন ভাস্করঃ ॥ ৫
তস্মান্মে হৃদি সম্ভূতং সন্দেহং নাশয় প্রভো।
কতিধা শ্রীহরের্ব্বিষ্ণোরবতারো ভবত্যলম্ ॥ ৬

শ্রীগর্গ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ ভগবদ্গুণবর্ণনম্।
শৃণ্বতাং গদতাং যদ্বৈ পৃচ্ছতাং বিতনোতি শম্ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মহাদোষঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮
মিথিলানগরে পূর্ব্বং বহুলাশ্বঃ প্রতাপবান্।
শ্রীকৃষ্ণভক্তঃ শান্তাত্মা বভূব নিরহঙ্কৃতিঃ ॥ ৯
অম্বরাদাগতং দৃষ্ট্বা নারদং মুনিসত্তমম্।
সম্পূজ্য চাসনে স্থাপ্য কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১০

শ্রীজনক উবাচ।

যোঽনাদিরাত্মা পুরুষো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্মাত্তনুং সমাধত্তে তন্মে ব্রূহি মহামতে ॥ ১১

শ্রীনারদ উবাচ।

গোসাধুদেবতাবিপ্রবেদানাং রক্ষণায় বৈ।
তনুং ধত্তে হরিঃ সাক্ষাদ্ভগবানাত্মলালয়া ॥ ১২
যথা নটঃ স্বলীলায়াং মোহিতো ন পরস্তথা।
অন্যে দৃষ্ট্বা চ তন্মায়াং মুমুহুস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

শ্রীজনক উবাচ।

কতিধা শ্রীহরের্ব্বিষ্ণোরবতারো ভবত্যলম্।
সাধূনাং রক্ষণার্থং হি কৃপয়া বদ মাং প্রভো ॥১৪

শ্রীনারদ উবাচ।

অংশাংশোঽংশস্তথাবেশঃ কলাঃ পূর্ণঃ প্রকথ্যতে
ব্যাসাদ্যৈশ্চ স্মৃতঃ ষষ্ঠঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫
অংশাংশস্তু মরীচ্যাদিরংশা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
কলাঃ কপিলকূর্ম্মাদ্যা আবেশা ভার্গবাদয়ঃ ॥ ১৬
পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপাধিপো হরিঃ।
বৈকুণ্ঠোঽপি তথা যজ্ঞো নরনারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১৭

করেন। শৌনক গর্গ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া অন্যান্য মুনিগণসহ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাদ্যাদি উপচার দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। শৌনক কহিলেন,—গৃহিগণের শান্তির নিমিত্তই সাধুগণের পর্য্যটন, সুতরাং তাহা ধন্য; কেননা, সাধুজনই মানবসমূহের অন্তরতমোহারী হন, ভাস্কর নহেন; অতএব হে প্রভো! মদীয় হৃদয়গত সন্দেহ দূর করুন। ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার কত প্রকার, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। গর্গ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, ভগবদ্গুণ-বর্ণন বিষয়ে বক্তা শ্রোতা এবং প্রশ্নকর্ত্তা সকলেরই মঙ্গল হয়। এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লিখিত আছে, ইহার শ্রবণমাত্রেই মানুষের মহাদোষ উপশমিত হয়। পূর্বে মিথিলানগরে প্রতাপবান্ নিরহঙ্কার কৃষ্ণভক্ত শান্তাত্মা নৃপতি বহুলাশ্ব বাস করিতেন। তিনি একদা আকাশপথে সমাগত মুনিসত্তম নারদকে দর্শন করত তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—১০। মিথিলাধিপতি বলিলেন,—হে মহামতে! যিনি অনাদি আত্মা প্রকৃতির অতীত পুরুষ ভগবান্, তিনি কি নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন, তাহা আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—গো, সাধু, দেবতা, বিপ্র ও বেদের রক্ষার জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি আত্মলীলায় তনু গ্রহণ করিয়া থাকেন। নট যেমন নিজ লীলা-বিলাসে বিমোহিত হয় না, পরন্তু অপরে হইয়া থাকে; তদ্রূপ ভগবানের মায়াদর্শনে মানবগণ যে বিমোহিত হয়, তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না। মিথিলারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! সাধুগণের রক্ষণার্থ ভগবান বিষ্ণুর কত প্রকার অবতার হয়, কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন,—অংশাংশাবতার, অংশাবতার, আবেশাবতার, কলাবতার, পূর্ণাবতার এবং পরিপূর্ণতমাবতার—ব্যাসাদি এই ছয় প্রকার অবতার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ অংশাংশাবতার, ব্রহ্মাদি অংশাবতার, কপিল কূর্ম্মাদি কলাবতার, পরশুরামাদি আবেশাবতার; নৃসিংহ, রাম,

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকে ধাম্নি রাজতে ॥১৮
কার্য্যাধিকারং কুর্ব্বন্তঃ সদাংশাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তৎকার্য্যভারং কুর্ব্বন্তস্তেঽংশাংশা বিদিতাঃ প্রভো
যেষামন্তর্গতো বিষ্ণুঃ কার্য্যং কৃত্বা বিনির্গতঃ।
নানাবেশাবতারাংশ্চ বিদ্ধি রাজন্মহামতে ॥ ২০
ধর্ম্মং বিজ্ঞায় কৃত্বা যঃ পুনরন্তরধীয়ত।
যুগে যুগে বর্ত্তমানঃ সোঽবতারঃ কলা হরেঃ ॥ ২১
চতুর্ব্ব্যূহো ভবেদ্যত্র দৃশ্যন্তে চ রসা নব।
অতঃ পরং চ বীর্য্যাণি স তু পূর্ণঃ প্রকথ্যতে ॥২২
যস্মিন্ সর্ব্বাণি তেজাংসি বিলীয়ন্তে স্বতেজসি।
তং বদন্তি পরে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমং স্বয়ম্ ॥২৩
পূর্ণস্য লক্ষণং যত্র যং পশ্যন্তি পৃথক্ পৃথক্।
ভাবেনাপি জনাঃ সোঽয়ং পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥২৪

শ্বেতদ্বীপাধিপতি, হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ, নরনারায়ণ ইঁহারা পূর্ণাবতার; আর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতমাবতার বলিয়া অভিহিত। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর গোলোকধামে বিরাজিত আছেন। সর্ব্বদা যাঁহারা কার্য্যের অধ্যক্ষতা করেন, তাঁহারা বিভু ভগবানের অংশাবতার; যাঁহারা সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, তাঁহারা অংশাংশাবতার; আর স্বয়ং বিষ্ণু যাঁহাদের হৃদয় মধ্যে কার্য্যানুষ্ঠানের উপদেষ্টারূপে আবিষ্ট হইয়া পুনরায় বহির্গত হইয়া আইসেন, হে রাজন্! তাঁহারা আবেশাবতার বলিয়া জানিবেন। হে মহামতে! যিনি সম্যক্‌রূপে ধর্ম্ম বিদিত হইয়া তাহার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তিরোহিত হন এবং যিনি যুগে যুগে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি ভগবান্ হরির কলাবতার। যাঁহাতে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ও নববিধ রস বিদ্যমান এবং যিনি প্রভূত পরাক্রম, তিনি পূর্ণাবতার নামে কথিত। যাঁহার নিজ তেজে সর্ব্বপ্রকার তেজ বিলীন হয়, সত্তমগণ তাঁহাকে পরিপূর্ণতম অবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই অবতারে পূর্ণের লক্ষণ বিদ্যমান এবং জনগণ নিজ নিজ ভাবাবেশে ইঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিদর্শন করে।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো নান্য এব হি।
এককার্য্যার্থমাগত্য কোটিকার্য্যং চকার হ ॥২৫
পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ
পরাৎপরো যঃ পুরুষঃ পরেশ্বরঃ।
স্বয়ং সদানন্দময়ং কৃপাকরং
গুণাকরং তং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥ ২৬

শ্রীগর্গ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষিতো রাজা রোমাঞ্চী প্রেমবিহ্বলঃ।
প্রামৃজ্য নেত্রেঽশ্রুপূর্ণে নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৭

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণঃ কেন হেতুনা।
আগতো ভারতে খণ্ডে দ্বারাবত্যাং বিরাজতে ॥
তস্য গোলোকনাথস্য গোলোকং ধাম সুন্দরম্।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি ব্রূহি ব্রহ্মন্ বৃহন্মুনে ॥ ২৯
যদা তীর্থাটনং কুর্ব্বঞ্ছতজন্ম তপঃপরঃ।
তদা সৎসঙ্গমেত্যাশু শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৩০
শ্রীকৃষ্ণদাসস্য চ দাসদাসঃ
কদা ভবেয়ং মনসার্দ্রচিত্তঃ।

তজ্জন্য ইঁহাকে পরিপূর্ণতম অবতার বলা হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এই পরিপূর্ণাবতার, অন্য কেহ নহেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একটী কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়া কোটি কোটি কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণ পুরাণ পুরুষোত্তমোত্তম পরাৎপর পরম পুরুষ পরমেশ্বর; আমি সেই স্বয়ং সদানন্দময় কৃপাকর গুণাকর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। ১১—২৬। গর্গ বলিলেন,— মিথিলাপতি ইহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট রোমাঞ্চিতগাত্র ও প্রেমবিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদকে বলিতে লাগিলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কি নিমিত্ত ভারতে আগমনপূর্ব্বক দ্বারকায় বিরাজ করিতেছেন? হে মুনিসত্তম! সেই গোলোকনাথের সুন্দর গোলোকধাম ও তাঁহার অপরিমেয় কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করুন। মানব যখন শত শত জন্ম তীর্থ-পর্য্যটনপূর্ব্বক তপঃপরায়ণ হইয়া সৎসঙ্গলাভে সমর্থ হয়, তখনই আশু

যো দুর্লভো দেববরৈঃ পরাত্মা
স মে কথং গোচর আদিদেবঃ ॥ ৩১
শ্রীনারদ উবাচ।
ধন্যস্ত্বং রাজশার্দ্দূল শ্রীকৃষ্ণেষ্টো হরিপ্রিয়ঃ।
তুভ্যং চ দর্শনং দাতুং ভক্তেশোঽত্রাগমিষ্যতি ॥
ত্বাং নৃপং শ্রুতদেবং চ দ্বিজদেবো জনার্দ্দনঃ।
স্মরত্যলং দ্বারকায়ামহোভাগ্যং সতামিহ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
জিহ্বাং লব্ধাপি যঃ কৃষ্ণং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ
লব্ধাপি মোক্ষনিশ্রেণীং স নারোহতি দুর্ম্মতিঃ ॥১
অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রীকৃষ্ণাগমনং ভুবি।
অস্মিন্ বারাহকল্পে বৈ যদ্ভূতং তচ্ছৃণু প্রভো ॥২
পুরা দানবদৈত্যানাং নরাণাং খলু ভূভুজাম্।
ভূরিভারসমাক্রান্তা পৃথ্বী গোরূপধারিণী ॥ ৩
অনাথবক্রন্দন্তীব বেদয়ন্তী নিজব্যথাম্।
কম্পয়ন্তী নিজং গাত্রং ব্রহ্মাণং শরণং গতা ॥ ৪
ব্রহ্মাথাশ্বাস্য তাং সদ্যঃ সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতঃ।
শঙ্করেণ সমং প্রাগাদ্বৈকুণ্ঠং মন্দিরং হরেঃ ॥ ৫
নত্বা চতুর্ভুজং বিষ্ণুং স্বাভিপ্রায়ং জগাদ হ।
অথোদ্বিগ্নং দেবগণং শ্রীনাথঃ প্রাহ তং বিধিম্ ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
কৃষ্ণং স্বয়ং বিগণিতাণ্ডপতিং পরেশং
সাক্ষাদখণ্ডমতিদেবমতীব লীলম্।
কার্য্যং কদাপি ন ভবিষ্যতি যং বিনা হি
গচ্ছাশু তস্য বিশদং পদমব্যয়ং ত্বম্ ॥ ৭
শ্রীব্রহ্মোবাচ।
ত্বত্তঃ পরং ন জানামি পরিপূর্ণতমং স্বয়ম্।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আহা! আমি কখন শ্রীকৃষ্ণদাসের দাসানুদাস হইব, কখন আমার মন কৃষ্ণপ্রেমে আর্দ্র হইবে, যিনি দেববরগণেরও দুর্লভ, সেই পরমাত্মা আদিদেব কৃষ্ণ কখন আমার হৃদয়গোচর হইবেন? নারদ বলিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! শ্রীকৃষ্ণ তোমার অভীষ্ট, তুমি হরিপ্রিয়, অতএব তুমি ধন্য; তোমাকে দর্শন দিবার জন্য ভক্তপালক ভগবান এইস্থানে উপস্থিত হইবেন। অহো! ভূতলে সাধুগণের কি সৌভাগ্য! হে নৃপ! তোমাকে এবং নৃপতি শ্রুতদেবকে দ্বিজদেব জনার্দ্দন দ্বারকায় থাকিয়া বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া থাকেন। ২৭—৩৮।

গোলোকখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি জিহ্বা লাভ করিয়াও কীর্ত্তনীয় কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন না করে, সে দুর্ম্মতি মোক্ষের সোপান প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। হে প্রভো নৃপ! এই বরাহকল্পে শ্রীকৃষ্ণের ভূতলে যেরূপে আগমন হইয়াছিল, অনন্তর তাহা তোমার নিকট সম্যক্প্রকারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পৃথিবী দুষ্ট দানব দৈত্য নর ও নরপতিগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত ভারাক্রান্তা হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক অনাথার ন্যায় রোদন করিতে করিতে কম্পিত কলেবরে ব্রহ্মার শরণাপন্না হইয়া নিজ বেদনা নিবেদন করেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়া সমস্ত দেবতার সহিত শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান হরির বৈকুণ্ঠধামে আগমন করিলেন। অনন্তর চতুরানন চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে দেবগণকে উদ্বিগ্ন দর্শন করিয়া তিনি ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন। ১—৬। ভগবান্ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, পরেশ, অখণ্ড, সর্ব্বদেববর ও অখিল লীলাময়, তিনি ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না; অতএব তুমি সত্বর তাঁহার

যদি যোঽন্যস্তস্য সাক্ষাল্লোকং দর্শয় নঃ প্রভো ॥৮
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্তোঽপি হরিঃ পূর্ণঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ।
পদবীং দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণ্ডশিখরোপরি ॥ ৯
বামপদাঙ্গুষ্ঠনখভিন্নব্রহ্মাণ্ডমস্তকে।
শ্রীবামনস্য বিবরে ব্রহ্মদ্রবসমাকুলে ॥ ১০
জলযানেন মার্গেণ বহিস্তে নির্যযুঃ সুরাঃ।
কলিঙ্গবিম্ববচ্চেদং ব্রহ্মাণ্ডং দদৃশুস্ত্বধঃ ॥ ১১
ইন্দ্রায়ণফলানীব লুঠন্ত্যন্যানি বৈ জলে।
বিলোক্য বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চকিতা ইব ॥ ১২
কোটিশোযোজনার্দ্ধং বৈ পুরাণামষ্টকং গতাঃ।
দিব্যপ্রাকাররত্নাদিদ্রুমবৃন্দমনোহরম্ ॥ ১৩
তদূর্দ্ধং দদৃশুর্দেবা বিরজায়াস্তটং শুভম্।
তরঙ্গিতং ক্ষৌমশুভ্রং সোপানৈর্ভাস্বরং পরম্ ॥ ১৪
তং দৃষ্ট্বা প্রচলন্তস্তে তৎপুরং জগ্মুরুত্তমম্।
অসংখ্যকোটিমার্ত্তণ্ডজ্যোতিষাং মণ্ডলং মহৎ ॥১৫
দৃষ্ট্বা প্রতাড়িতাক্ষাস্তে তেজসা ধর্ষিতাঃ স্থিতাঃ।
নমস্কৃত্বাথ তত্তেজো দধ্যৌ বিষ্ণ্বাজ্ঞয়া বিধিঃ ॥১৬
তজ্জ্যোতির্ম্মণ্ডলেঽপশ্যৎ সাকারং ধাম শান্তিমৎ।
তস্মিন্ মহাদ্ভুতং দীর্ঘং মৃণালধবলং পরম্।
সহস্রবদনং শেষং দৃষ্ট্বা নেমুঃ সুরাস্ততঃ ॥ ১৭
তস্যোৎসঙ্গে মহালোকো গোলোকো লোকবন্দিতঃ।
যত্র কালঃ কলয়তামীশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ১৮
রাজন্ প্রভবেন্মায়া মনশ্চিত্তং মতির্হ্যহম্।
ন বিকারো বিশত্যেব ন মহাংশ্চ গুণাঃ কুতঃ ॥
তত্র কন্দর্পলাবণ্যাঃ শ্যামসুন্দরবিগ্রহাঃ।

বিশদ অব্যয় ধামে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি ত আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও পরিপূর্ণতম বলিয়া বিদিত নহি, অতএব হে প্রভো! যদি অন্য কেহ পরিপূর্ণতম থাকেন, তবে তাঁহার নিবাসস্থান আমাদিগকে প্রদর্শন করুন। নারদ বলিলেন,—ভগবান বিষ্ণু এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সর্ব্বদেবগণসহ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের শিখরোপরিস্থ স্থান দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বামনদেবের বামপদাঙ্গুষ্ঠনখে নির্ভিন্ন এক বিবর বিদ্যমান, ঐ বিবর আদিমন্দাকিনী জলে সমাকুল। সুরগণ সেই বিবরপথে জলযানে ব্রহ্মাণ্ডের অপরদিকে আসিয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে অধোদেশে কলিঙ্গবিম্ববৎ অর্থাৎ ক্ষুদ্র করঞ্জফলের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন,—ইন্দ্রায়ণ অর্থাৎ গুঞ্জা ফলের ন্যায় কোটি কোটি অন্যান্য অনেক ব্রহ্মাণ্ড সেই জলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তাঁহারা এই সকল অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও যেন চকিত হইলেন। তাহার অর্দ্ধ কোটি যোজন স্থান ব্যাপিয়া আটটী দিব্য পুর বিদ্যমান, সেই সকল মনোহর পুর দিব্য প্রাকার পরিবেষ্টিত এবং রত্ন ও বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত। দেবগণ সেই পুরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন—তাহার ঊর্দ্ধদেশে বিরজা নদী বিদ্যমান। বিরজার তীরভূমি পরমশোভন। তরঙ্গ রেখাসমন্বিত ও ক্ষৌম বসনের ন্যায় সুশুভ্র তত্রত্য সোপান সমূহ অত্যুজ্জ্বল। তদ্দর্শনে দেবগণ অগ্রসর হইয়া বিরজাতীরস্থ সেই ঊর্দ্ধতম পুরে প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরী যেন অসংখ্য কোটি দিবাকর তুল্য এক মহা জ্যোতির্ম্মণ্ডল। সেই তেজোদর্শনে তাঁহাদের নেত্র প্রপীড়িত হইল, তাঁহারা সেই তেজে ধর্ষিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা সেই তেজকে নমস্কার করিয়া তাহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে তিনি সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যে এক শান্তিময় সাকার তেজ দর্শন করিলেন। সেই তেজোমধ্যে মহাদ্ভুত পরম রমণীয় মৃণাল ধবল সুদীর্ঘ সহস্রবদন শেষনাগ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণ প্রণাম করিলেন। সেই শেষনাগের ক্রোড়ে লোকবন্দিত মহালোক গোলোক অবস্থিত, সেই গোলোকে তেজস্বী সংহারকদিগেরও সংহারক ঈশ্বর বিরাজিত রহিয়াছেন।৭—১৮। হে রাজন্! সেস্থানে মায়া, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের প্রভাব নাই; বিকার এবং মহত্তত্ত্বও তথায় প্রবেশ

দ্বারি গন্তুং চাভ্যুদিতা ন্যষেধন্ কৃষ্ণপার্ষদাঃ ॥২০
দেবা উচুঃ।
লোকপালা বয়ং সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থায় শক্রাদ্যা আগতা ইহ ॥ ২১
শ্রীনারদ উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা তদভিপ্রায়ং শ্রীকৃষ্ণায় সখীজনাঃ।
উচুর্দ্দেবপ্রতীহারা গত্বা চান্তঃপুরং পরম্ ॥ ২২
তদা বিনির্গতা কাচিচ্ছতচন্দ্রাননা সখী।
পীতাম্বরা বেত্রহস্তা সাপৃচ্ছদ্বাঞ্ছিতং সুরান্ ॥ ২৩
চন্দ্রাননোবাচ।
কস্যাণ্ডস্যাধিপাদে বা যূয়ং সর্ব্বে সমাগতাঃ।
বদতাশু গমিষ্যামি তস্মৈ ভগবতে হ্যহম্ ॥ ২৪
দেবা উচুঃ।
অহো অণ্ডান্যন্যান্যানি নাস্মাভির্দ্দর্শিতানি চ।
একমণ্ডং প্রজানীমোহথোহপরং নাস্তি নঃ শুভে ॥

শ্রীচন্দ্রাননোবাচ।
ব্রহ্মদেব লুঠন্তীহ কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ।
তেষু যূয়ং যথা দেবাস্তথাণ্ডেহণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ ॥
নামগ্রামং ন জানীথ কদা নাত্র সমাগতাঃ।
জড়বুদ্ধ্যা প্রহৃষ্যধ্বে গৃহান্নাপি বিনির্গতাঃ ॥ ২৭
ব্রহ্মাণ্ডমেকং জানন্তি যত্র জাতাস্তথা জনাঃ।
মশকাশ্চ যথান্তঃস্থা ঔতুম্বরফলেষু বৈ ॥ ২৮
শ্রীনারদ উবাচ।
উপহাস্যং গতা দেবা ইত্থং তূষ্ণীং স্থিতাঃ পুনঃ।
চকিতানানতান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ২৯
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।
যস্মিন্নণ্ডে পৃশ্নিগর্ভোঽবতারোঽভূৎ সনাতনঃ।
ত্রিবিক্রমনখোদ্ভিন্নে তস্মিন্নণ্ডে স্থিতা বয়ম্ ॥৩০
শ্রীনারদ উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা তঞ্চ সংশ্লাঘ্য শীঘ্রমন্তঃপুরং গতা।

করিতে পারে না; গুণের আর কথা কি? তাঁহার দ্বারদেশে কন্দর্পকান্তি শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ কৃষ্ণপার্ষদগণ বিদ্যমান, দেবগণ তথায় প্রবেশোদ্যত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রমুখ আমরা সকলেই লোকপাল, ইন্দ্রাদি দেবগণসহ আমরা শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণপ্রিয় প্রতিহারিগণ তাঁহাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন, তখন পুরমধ্য হইতে পীতাম্বর-পরিহিতা শত শশধরকান্তি বেত্রহস্তা এক সখী নির্গতা হইয়া সুরগণকে তাঁহাদের মনোরথ জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রাননা বলিলেন,—এখানে সমাগত আপনারা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাহা সত্বর বলুন, আমি ভগবানের নিকট গিয়া নিবেদন করিব। দেবগণ বলিলেন,—অহো! আমরা ত একই ব্রহ্মাণ্ড বিদিত আছি, হে শুভে! আমরা অন্য ব্রহ্মাণ্ড কখন দর্শনও করি নাই এবং অপর ব্রহ্মাণ্ড আছে বলিয়াও আমাদের বিদিত নহে।

চন্দ্রাননা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এখানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিলুণ্ঠিত হইতেছে; তোমরা যেরূপ তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, তদ্রূপ সেই সকল বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডেও তোমাদের মত পৃথক্ পৃথক্ দেবতা সকল বিদ্যমান রহিয়াছেন। তোমরা কখনও এখানে আগমন কর নাই এবং সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের নামসমূহও অবগত নহ। জড়বুদ্ধিতেই নিজ-গৃহে প্রসন্নভাবে অবস্থান কর, গৃহের বাহিরে কখন বাহিরও হও নাই। উডুম্বর ফলমধ্যস্থ কীটের যেমন তাহার বাসস্থানটীতে মাত্র জ্ঞান থাকে, সাধারণ জনগণ যেমন নিজ জন্মস্থান—একটীমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ই বিদিত; তোমরাও তদ্রূপ তোমাদের সেই একই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় বিদিত আছ। নারদ বলিলেন,—দেবগণ এইরূপে উপহাস প্রাপ্ত হইয়া নীরবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণকে চকিত ও আনতবদন দর্শন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—পৃশ্নিগর্ভ সনাতন ভগবান্ যে ব্রহ্মাণ্ডে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠনখাঘাতে যে ব্রহ্মাণ্ড উদ্‌ভিন্ন হইয়াছিল, আমরা

পুনরাগত্য দেবেভ্যোঽপ্যাজ্ঞাং দত্ত্বা গতা পুরম্
অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে গোলোকং দদৃশুঃ পরম্।
তত্র গোবর্দ্ধনো নাম গিরিরাজো বিরাজতে॥ ৩২
বসন্তমানিনীভিশ্চ গোপীভির্গোগণৈর্বৃতঃ।
কল্পবৃক্ষলতাসঙ্ঘৈ রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥ ৩৩
যত্র কৃষ্ণা নদী শ্যামা তোলিকাকোটিমণ্ডিতা।
বৈদূর্য্যকৃতসোপানা স্বচ্ছন্দগতিরুত্তমা॥ ৩৪
বৃন্দাবনং ভ্রাজমানং দিব্যদ্রুমলতাকুলম্।
চিত্রপক্ষিমধুব্রাতৈর্বংশীবটবিরাজিতম্॥ ৩৫
পুলিনে শীতলে বায়ুর্মন্দগামী বহত্যলম্।
সহস্রদলপদ্মানাং রজো বিক্ষেপয়ন্মুহুঃ॥ ৩৬
মধ্যে নিজনিকুঞ্জোঽস্তি দ্বাত্রিংশদ্বনসংযুতঃ।
প্রাকারপরিখাযুক্তোঽরুণাক্ষয়বটাজিরঃ॥ ৩৭
সপ্তধা পদ্মরাগাদ্যৈরজিরকুঞ্জবিভূষিতঃ।
কোটীন্দুমণ্ডলাকারৈর্বিতানৈর্জ্জালিকাত্যতিঃ॥ ৩৮
পতৎপতাকৈর্দ্দিব্যাভৈঃ পুষ্পমন্দিরবর্ত্মভিঃ।
জাতভ্রমরসঙ্গীতো মত্তবর্হিপিকস্বনঃ॥ ৩৯
বালার্ককুণ্ডলধরাঃ শতচন্দ্রপ্রভাঃ স্ত্রিয়ঃ।
স্বচ্ছন্দগতয়ো রত্নৈঃ পশ্যন্ত্যঃ সুন্দরং মুখম্॥ ৪০
রত্নাজিরেষু ধাবন্তো হারকেয়ূরভূষিতাঃ।
ক্বণন্নূপুরকিঙ্কিণ্যশ্চূড়ামণিবিরাজিতাঃ॥ ৪১
কোটিশঃ কোটিশো গাবো দ্বারি দ্বারি মনোহরাঃ
শ্বেতপর্ব্বতসঙ্কাশা দিব্যভূষণভূষিতাঃ॥ ৪২
পয়স্বিন্যস্তরুণ্যশ্চ শীলরূপগুণৈর্যুতাঃ।
সবৎসাঃ পীতপুচ্ছাশ্চ ব্রজন্ত্যো ভব্যমূর্ত্তিকাঃ॥ ৪৩
ঘণ্টামঞ্জীরসংরাবাঃ কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাঃ।
হেমশৃঙ্গ্যো হেমতুল্যহারমালাঃ স্ফুরৎপ্রভাঃ॥ ৪৪

সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী। নারদ বলিলেন,—বিষ্ণুবাক্য-শ্রবণে সখী চন্দ্রাননা সেই বাক্য সাদরে গ্রহণ করিয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তখনই পুনরায় আগমন করত দেবগণকে পুরপ্রবেশে আদেশ দিয়া পূর্ব্ববৎ পুরমধ্যে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবগণ সকলেই সেই পরম রমণীয় গোলোক অবলোকন করিলেন। সেই গোলোকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বিরাজিত, গোপগণ পরিবেষ্টিত বসন্ত সময়োচিত ব্যবহারনিপুণা গোপী ও গো-গণ তথায় অধিষ্ঠিত; কল্পপাদপের লতাজালে তাঁহাদের রাসমণ্ডল বির্মাণ্ডত; সেখানে শ্যামা যমুনা নদী অনন্ত লহরী তুলিয়া প্রবাহিত; তাহার তীর-সোপান-শ্রেণী বৈদূর্য্যাদি রত্নজালে উজ্জ্বল এবং সেই যমুনা নদীর গতি স্বচ্ছন্দ। মনোহর যমুনাতীরে দিব্য বৃক্ষ ও লতাকীর্ণ বৃন্দাবন বিরাজিত। বিচিত্র বিহগ, মধুকর ও বংশীবটে সেই বন অতীব শোভান্বিত। সেই সুশীতল যমুনা পুলিনে সহস্রদল পদ্মের পরাগ ইতস্ততঃ প্রক্ষেপপূর্ব্বক মৃদু-মন্দ গামী গন্ধবহ পর্য্যাপ্তরূপে মুহুর্মুহুঃ প্রবাহিত। সেই বৃন্দাবন মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ বনবিরাজিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ নিকুঞ্জ অবস্থিত; সেই নিকুঞ্জ প্রাকার ও পরিখাযুক্ত এবং তাহার প্রাঙ্গণে অরুণবর্ণ অক্ষয় বট বিদ্যমান; পদ্মরাগাদি সপ্তপ্রকার মণিদ্বারা তত্রত্য অঙ্গন ও ভিত্তিভূমি বিভূষিত; কোটি কোটি চন্দ্রমণ্ডলের মত বিতান শ্রেণীদ্বারা সেই অঙ্গন পরিশোভিত; দিব্যকান্তি পতাকা তথায় পতপত উড়িতেছে, সেই অঙ্গনপথে পুষ্পমন্দির বিদ্যমান, মধুকরগণ তথায় গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে; মত্ত ময়ূররব ও কোকিলকূজনে সেই কুঞ্জ মুখরিত হইতেছে। বালার্কের আকার সদৃশ কুণ্ডলধারিণী শত শশধরশোভাশালিনী রমণীগণ স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করত রত্নশোভা সমন্বিত সুন্দর বদন পরস্পর সন্দর্শন করিতেছেন। সেই চূড়ামণিশোভিতা হারকেয়ূরভূষিতা ভামিনীরা যখন অঙ্গন মধ্যে ধাবমানা, তখন তাঁহাদের নূপুর ও কিঙ্কিণী হইতে ক্বণ ক্বণ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ১৯—৪১। শ্বেত শৈল-সদৃশী দিব্যভূষণ-ভূষিতা কোটি কোটি মনোহরা গো দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে; তাহারা তরুণী পয়স্বিনী শান্তস্বভাবা ও রূপ-গুণে মনোরমা। শান্ত ভাবে ভ্রমণশীলা সেই সকল গো সবৎসা ও তাহাদের পুচ্ছ পীতবর্ণ; তাহাদের গলদেশে ঘণ্টা এবং পাদদেশে মঞ্জীর ও কিঙ্কিণী জাল হইতে সুমধুর রব